ডাইনী সমাপ্তি

সালমা সিদ্দিকা

তাম্রলিপি

ডাইনী সমাপ্তি
সালমা সিদ্দিকা

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

তাম্রলিপি : .....

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
পরাগ ওয়াহিদ

বর্ণ বিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
.....

মূল্য : ৭০০.০০

Daini Shamapti
By : Salma Siddika
First Published : ....., by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Price: 700.00 $10
ISBN : .....

উৎসর্গ

আমার প্রয়াত দাদি মহিতুন্নেসার জন্য
দাদিকে জানানো হয়নি যে তার গল্প বলা আমার কত ভালো লাগতো।
হয়তো তিনি আমার মাঝে গল্প বলার ইচ্ছে তৈরি করে গেছেন।

ভূমিকা

"ডাইনী" আর "ডাইনী পুনরাগমন" বই দুইটি প্রকাশ হবার পরে মনে হলো ডাইনী জীবনের গল্প এখনও বাকি। তা ছাড়া অসংখ্য পাঠক জানিয়েছেন তারা সিরিজের পরবর্তী বই পড়তে আগ্রহী। তাই আবার ডাইনী এলো! বইয়ের নাম থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এটাই সিরিজের শেষ বই। হয়তো ডাইনীর সব রহস্যের জট খুলবে নতুন এই গল্পে।

এই সিরিজের প্রথম বই "ডাইনী" তে আমরা রহস্যময়ীর দেখা পাই যে চিরযৌবন আর অমরত্বের নেশায় "তামালিক" পুরুষ খুঁজে বেড়ায়। কারণ সেই তামালিক পুরুষে লুকিয়ে আছে ডাইনীর জীবনীশক্তি। মানব মনের গোপন কথা জেনে ফেলার আশ্চর্য ক্ষমতা ডাইনীর আছে। এক সময় মনে হতে থাকে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার নেশা তামালিক পুরুষকে বশ করার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ডাইনীর জীবনেই উত্থান পতনের শেষটা হয় মর্মান্তিক এক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

"ডাইনী পুনরাগমন" বইতে শাহানা এসেছে তার জীবনে ঘটে যাওয়া ভয়ানক এক অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে। প্রতিশোধের তীব্রতায় তার ভেতরে ধীরে ধীরে জন্ম হয় ভিন্ন এক শাহানার। গল্পের শেষে শাহানা কোনো এক লেখকের আগমনের অপেক্ষা করে। কারণ লেখক তার জীবনের প্রথম তামালিক পুরুষ। এই তামালিক পুরুষের জীবনীশক্তি গ্রহণ করে শাহানা অম্লান হতে চায়। কিন্তু শাহানার ডাকে লেখক আসবে তো?

"ডাইনী সমাপ্তি" লিখতে আমি প্রায় দুই বছর সময় নিয়েছি, নানাভাবে গল্পের ধারা বদল করেছি কারণ ডাইনীকে নিয়ে পাঠকের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী। সিরিজের এই শেষ গল্পের শুরু এক অঘটন দিয়ে। তারপর জানা যাবে কোথায় ডাইনী শক্তির শুরু আর কোথায় তার শেষ। ডাইনী গল্পের রোমাঞ্চকর এই যাত্রা পাঠকের সব কৌতূহল মেটাবে আশা করি।

প্রস্তাবনা

শহরের ব্যস্ততম এলাকাও রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে গলির প্রাণচঞ্চল বাড়ির জানালায় অন্ধকার জমে, জানালাগুলো যেন চোখ বুজে বিশ্রাম নেয়। জীর্ণ দালানের শরীর ছুঁয়ে আসা তপ্ত বাতাস ক্লান্ত হয়ে নেমে আসে সড়কে। হুট করে ছুটে আসা দমকা হাওয়া রাস্তার দুধারে গায়ে গা ঠেকানো দোকানের শাটারে আছড়ে পড়ে। মৃদু শব্দে জানান দেয়, শহরটা বেঁচে আছে এখনো, একটু সময়ের জন্য কর্মবিরতি নিচ্ছে শুধু।

গহীন রাতে রহস্যময় এক ছায়ামূর্তি রাস্তায় দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে। গোড়ালি ছোঁয়া ধূসর রঙা স্যান্টালি লেসের পোশাক তার গায়ে, যেন এক টুকরো ধূসর মেঘ হয়ে ছায়ামূর্তির শরীর জড়িয়ে আছে। মাথায় লম্বা করে টানা সাদা স্কার্ফ, সেজন্য চেহারা দেখা যায় না। মানুষটা বেশ লম্বা, একহারা গড়নের নারী দেহ, এটুকু বোঝা যায়।

ল্যাম্পপোস্টের টিমটিমে আলোতে এগিয়ে চলা ছায়ামূর্তি জানে তাকে ঠিক কোথায় যেতে হবে। রাস্তায় ঘুমিয়ে থাকা ক্লান্ত কুকুরগুলো মাথা তুলে একটু অবাক হয়ে তাকায়। নিশি পাওয়া কিছু মানুষ গভীর রাতে এমন রহস্যময়ীকে দেখে চোখ পিটপিট করে দেখতে থাকে। তবে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। কী একটা অদ্ভুত শক্তিশালী বলয় যেন তাকে ঘিরে আছে, চাইলেও ধরা ছোঁয়া যায় না।

পুরান ঢাকার সূত্রাপুরে মনির হোসাইন লেনের শেষে একটা জংলা মতো ফাঁকা নিচু জায়গা। তার অদূরে একটা পরিত্যক্ত কারখানা। চারপাশে ঘন ঘাসের জঙ্গল, একপাশে ময়লার ডিপো। সবার অলক্ষ্যে রহস্যময়ী ময়লার স্তূপের মাঝে তৈরি হওয়া সরু হাঁটা পথে নেমে আসে। প্রায় কোমর ছোঁয়া

ঘাসের বনের ভেতর নেমে দুই হাত দু-পাশে ছড়িয়ে দিয়ে ছায়ামূর্তি এগিয়ে চলে। চোখ বন্ধ করে অনুভব করে কারো অস্তিত্ব। হ্যাঁ, যাকে খুঁজছে, সে এখানেই এসেছে। নিয়তি তাকে এখানে টেনে এনেছে। দুজন আজ মুখোমুখি হবে।

বুকের ভেতর কী এক ক্রোধ মুচড়ে ওঠে। বহুদিনের পোষ মানা ক্রোধ আজ ভয়ানক শক্তিশালী বন্য জন্তু যেন। তাকে কিছুতেই দমন করা যাবে না আজ।

একটু দূরেই অন্ধকারে কী একটা নড়ে উঠল। রহস্যময়ী তীক্ষ্ণ চোখে দেখল, হ্যাঁ, ওই যে সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে তার জন্যই অপেক্ষা করছে।

এগিয়ে আসে রহস্যময়ী, মুখোমুখি হয় অপেক্ষমান মধ্যবয়সি নারীর। মাথার স্কার্ফ সরিয়ে তার অপার্থিব সৌন্দর্য প্রকাশ করে। কোমর ছোয়া ঘন সোনালি চুল বাতাসে উড়তে থাকে, সুন্দরী রহস্যময়ীর ঠোঁট ভেঙে তাচ্ছিল্যের একটু হাসি ফুটে উঠল।

"শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রেমে সব শেষ করে দিলে?" অদ্ভুত রিনরিনে মিষ্টি কণ্ঠে বলল রহস্যময়ী। "নিজেকে দেখেছো? কী হাল হয়েছে তোমার? তুমি এখন কুৎসিত, সামান্য একটা মানুষ মাত্র! কোথায় গেল তোমার সব ডাইনী শক্তি?"

মধ্যবয়সি ক্লান্ত নারী ম্লান হেসে বলে, "এসব বলতেই ডেকেছো?"

"না। তোমার সাথে বহুদিনের পুরোনো হিসাব-নিকাশ বাকি। কিন্তু এখানে দেখা করতে চাইলে কেন? তোমাকে এখানে কেউ বাঁচাতে আসবে না। কী আছে এখানে? "

"সেটা তোমার জানার প্রয়োজন নেই। এবার বলো, তুমি কি আমাকে খুন করতে এসেছো?"

রহস্যময়ী চেষ্টা করে মধ্যবয়সি নারীর মনের ঘরে প্রবেশ করতে। মানুষের মনের গোপন খবর জানা তার কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। সামনে যে জীর্ণ শীর্ণ রমণী দাঁড়িয়ে আছে, সে মানুষ বৈ আর তো কিছু নয়, তার মনের খবর জানতে সমস্যা হবার কথা না। এই মানুষটার ডাইনী সত্তার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু তার মনের খবর জানা যাচ্ছে না। একটু বিরক্ত হয় সুন্দরী, তবে হার মানে না। তাচ্ছিল্যের কণ্ঠে বলে, "তোমাকে খুন করে কী

হবে? তুমি তো এমনিতেই মরবে। অমরত্ব নেই তোমার, তোমাকে দেখে করুণা হয়। হাসি পায়। ঘৃণা হয়। একদিন আমাকে হারিয়েছিলে, আজ নিজেই নিজেকে হারিয়েছো!"

মধ্যবয়সি নারী দৃঢ় কণ্ঠে বলে "নিজেকে খুব ক্ষমতাধর মনে কর? ডাইনী সাধনায় তুমিও সফল হবে না। আমার অংশ রেখে যাচ্ছি। সে একদিন তোমাকে হারাবে।"

বুকের ভেতর শেকল পরা বন্য ক্রোধ ফুঁসে ওঠে। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে রহস্যময়ী বলে, "কী বলতে চাও?"

দুই পা এগিয়ে আসে মধ্যবয়সি দুর্বল মানুষটা। দূর থেকে ছিটকে আসা এক ফালি আলোতে তার একচোখের মণি যেন জ্বলে ওঠে। হিসহিসে কণ্ঠে বলে, "একটু অপেক্ষা করো। ও আসবে।"

দুর্বল মহিলা এগিয়ে আসে, রহস্যময়ী সুন্দরী অজানা ভয়ে দুই পা পিছিয়ে যায়। হঠাৎ ক্ষিপ্র গতিতে ডান হাত উঁচিয়ে ধরে বিড়বিড় করে কী যেন বলে।

মহিলা অবিশ্বাসের কণ্ঠে বলে, "একজন ডাইনীকে তুমি হত্যা করতে পারো না। সে অনুমতি তোমাকে দেয়া হয়নি।"

নিষ্ঠুর হাসি ফুটে ওঠে রহস্যময়ীর মুখে, "ঠিক বলেছো। একজন ডাইনীকে আমি হত্যা করতে পারি না, কিন্তু একজন মানুষকে পারি। আর তুমি তো এখন একজন সামান্য নশ্বর মানুষ।"

অদৃশ্য কোনো এক অলৌকিক শক্তি ছায়ামূর্তির শরীর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আঘাত করে মধ্যবয়সির বুকে। থমকে যায় বাতাস, পৃথিবীর সব শব্দ যেন নিশ্চুপ হয়ে যায়। মধ্যবয়সি নারী এলিয়ে পড়ে পরিত্যক্ত কারখানার নর্দমার পাশে। প্রতিহিংসার জ্বলুনি আজকে বুঝি শেষ হবে।

ফোঁস ফোঁস করতে থাকে রহস্যময়ী। আজ সব প্রতিশোধের হিসাব সমাপ্ত হবে ভেবেই এসেছিল। কিন্তু আরও যে হিসাব বাকি।

শরতের ঝকঝকে আকাশে আচমকা কালো মেঘ জমে ওঠে। আধ খাওয়া চাঁদ ঢেকে যায় কালো পর্দার আড়ালে। ঘাসের বনে ঝড় তোলে বন্য হাওয়া। কেউ যেন দূর থেকে হাহা শব্দে তেড়ে আসে। সুন্দরী চমকে ওঠে মৃতদেহের দিকে তাকায়। ক্ষীণ আলোয় দেখে নর্দমার পাশে পড়ে থাকা লাশের মুখে এক রহস্যময় তাচ্ছিল্যের হাসির ছাপ। চোখের ভুল হয়তো।

তবু কেমন গা ছমছম করে ওঠে। শরীরে যেন কেমন একটা জ্বালাপোড়া টের পায়। চোখের দৃষ্টি ঘোলা হয়ে আসতে থাকে। হাত বাড়িয়ে হাতড়ে ঘাসের বন থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে রহস্যময়ী। লম্বা ঘাসের শরীর তার পা আঁকড়ে ধরে। হঠাৎ মনে হয় দূরে কোথাও জ্বলে উঠল অগ্নিশিখা। তারপর আরেকটা, একে একে সুন্দরীর চারপাশে চক্রাকারে পাঁচটি অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে। রহস্যময়ী সুন্দরীর শরীরের জ্বলুনি আরও বাড়ে, যেন চামড়ার ভেতর বইছে আগুনের হালকা। প্রতিশোধের নেশা অল্প সময়ে আতঙ্কে পরিণত হয়, অস্থির হয়ে যায় রহস্যময়ী। নিজেকে পরাক্রমশালী ভাবা নারী ভয়ে কুঁকড়ে অসহায় বোধ করতে থাকে। ভালো করে লক্ষ করে দেখল পাঁচটা আগুনের শিখা আসলে পাঁচ নারী, দেখে মনে হয় ওদের দেহ আগুনে পুড়ছে আর ওরা যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদছে, বাঁচার আকুতি জানাচ্ছে, কিন্তু অগ্নি বলয় ওদের এমনভাবে আঁকড়ে রেখেছে যে ওরা আগুনের ভেতর আটকে গেছে। ওদের যন্ত্রণাময় কান্নার শব্দও সে আগুনে চাপা পড়ে গেল।

শুধু দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল আশ্চর্য অলীক কণ্ঠস্বর, "ও আসবে... ও আসবে... ও আসবে..."

শাহানা অধ্যায়

সমাপ্তি-১

চট্টগ্রামে আবারো সেই রয়েল শালিমার হোটেলে এসেছে শাহানা। গত বছর এই হোটেলে ছোটো ভাই জুয়েলকে খোঁজার বাহানায় এসে এক রাত কাটিয়েছিল। হোটেলে কাটানো একাকী সে রাতে স্বপ্নে লেখকের শরীর অনুভব করেছিল। তবে এবার সে একা নয়, সাথে লেখকও এসেছে। বইমেলা উপলক্ষে একটা সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছে লেখক। এখানে সাদাতকে কী একটা পুরস্কার দেয়া হবে। তার সঙ্গী হয়েছে শাহানা। অবশ্য কেউ জানে না ওরা একসাথে এই হোটেলে আছে, দুজন আলাদাভাবে এখানে এসেছে। লেখকের আচরণ দেখে বোঝা যাচ্ছে, এই গোপন প্রেমের বিষয়টা সে উপভোগ করছে। গোপন প্রেমের উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার নেশাকে এড়িয়ে যাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

ফেব্রুয়ারির শুরুর এক বিকেল। এই মুহূর্তে শাহানা দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। সামনে বিস্তৃত মাঠ, উড়নচণ্ডী বাতাস এসে ওর চুল ছুঁয়ে যাচ্ছে। শীতকাল পুরোপুরি কেটে যায়নি, বাতাসের দমকে হিম পরশ এখনো অনুভব করা যায়। তবে সময়টাকে ঠিক শীতকাল বলা যায় না। সাগরের পাশে শহরে শীত তেমন পড়েও না। শাহানার গলার কাছটায় কাচের দানার মতো ঘাম জমেছে, একটু গরমই লাগছে বলা যায়। তবু দূর থেকে আসা সাগরের মাদকীয় নোনা গন্ধটা নিঃশ্বাসের সাথে বুকের ভেতর টেনে নিতে ভীষণ ভালো লাগছে ওর।

রুমে মৃদু বিজবিজ শব্দে এসি চলছে। ধবধবে সাদা বিছানায় নগ্ন শরীরে ঘুমাচ্ছে লেখক আনোয়ার সাদাত। পেছন ঘুরে একবার মানুষটার ঘুমন্ত মুখটা

দেখল শাহানা। উপুড় হয়ে তৃপ্তির ঘুমে ডুবে আছে লেখক। কোমরের কাছে পাতলা সাদা চাদর ফ্যানের বাতাসে একটু কাঁপছে। মসৃণ বাদামি পিঠ আর হাত দেখলে বোঝা যায় কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত না ওই শরীর। আবেগী, আদুরে, স্বপ্নালু ধরনের অবয়ব। বছরখানেক হয়ে গেছে এই তামালিক পুরুষকে কব্জা করেছে শাহানা।

গত ফেব্রুয়ারিতেই শাহানা এভাবে একটা বিলাসী রেস্টুরেন্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লেখকের অপেক্ষা করেছিল। সেদিন তার মনে দ্বিধা ছিল- লেখক শেষ পর্যন্ত আসবে কি? সেদিনের কথা ভেবে হাসি পায়। কেন ভেবেছিল লেখক আসবে না? তার ডাক উপেক্ষা করার মতো পুরুষ পৃথিবীতে একটাও আছে?

লেখক অবশ্য শাহানার হাতের মুঠোয় আসতে বেশ মানসিক দ্বন্দ্বে পড়েছিল। তার সাথে দেখা হবার পরপরই মায়া নামের মেয়েটির সাথে লেখকের বিয়ে হয়ে যায়। অথচ লেখক বুঝতেও পারেনি বিয়ের আগেই তার হৃদয় দখল করে নিয়েছে অসম্ভব রহস্যময়ী এক ডাইনী।

শাহানার বারবার তার মায়ের জীবনের প্রথম তামালিক পুরুষ রিজওয়ানের কথা মনে পড়তো। ঠিক এমনই বিবাহিত ছিল লোকটা। কিন্তু ডাইনীর মোহ তাকে ঠিকই বশ করেছিল। অবিকল যেন তেমনই ঘটেছে লেখকের ক্ষেত্রে। এখন অবশ্য যুগ পালটেছে, লেখকের সাথে যোগাযোগের অনেক মাধ্যম পাওয়া গেছে। মায়ের মতো দুম করে খালি বাড়িতে গিয়ে তামালিককে পাকড়াও করার প্রয়োজন হয়নি। ফেসবুক ইন্সটাগ্রামে হাজার হাজার ফলোয়ারের মাঝে শাহানা যোগ দিলেও লেখক ঠিকই তাকে আলাদা করে চিনে নিয়েছে। সেদিনের ডিনারের পরে শাহানাকে ভুলে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

শাহানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেদিনের খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবতে থাকে। সাদাতের লেখার প্রশংসা করেছিল শাহানা। লেখকের সামনে মায়ানগর বইটার বিশ্লেষণ করেছিল। ওর মতো সেই লেখার পর্যবেক্ষণ অন্য কেউ কখনো করেনি। যেন লেখার মধ্যে লুকিয়ে থাকা লেখকের সত্তার অংশগুলো খুঁজে বের করে এনেছে শাহানা! লেখক তার গল্পে যা প্রকাশ করতে চেয়েছিল, শাহানা ঠিক তার প্রতিচ্ছবি তুলে এনেছে। স্বাভাবিকভাবেই অবাক মুগ্ধতায় বিভোর হয়েছিল আনোয়ার সাদাত। গুছিয়ে কথা বলার

ক্ষমতা শাহানার আছে। সে জানে, লেখকদের সবচেয়ে প্রিয় বিষয় অন্যদের জীবনের গল্প। আর জীবনের ছোটো বড় সত্যি মিথ্যা দুঃখগাঁথা বলে লেখকের সহানুভূতি পাওয়া সহজ হয়ে গেল। তারপর মেসেঞ্জারে মাঝে মাঝে ছোটোখাটো নির্দোষ আলাপ। ধীরে ধীরে লেখকের মস্তিষ্কে জাল বুনতে শুরু করেছিল শাহানা। তবে লেখক তখন অন্য একজনের বাগদত্তা। সেই বন্ধন কেটে শাহানার কাছে আসার মতো শক্তি মানুষটার ছিল না। আবেগী লেখক বলে কথা, কারো হৃদয় ভাঙার শক্তি লেখকের নেই। তাই মায়ার পাশাপাশি শাহানাকেও ভালোবেসে ফেলল। সবমিলিয়ে লেখককে মুগ্ধ করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। লোকটার চোখদুটো অসম্ভব জটিল আর দুর্বোধ্য অথচ চিন্তাধারা কী ভীষণ সরল!

লেখকের সাথে সেদিন দেখা করে শাহানা আর বাড়ি ফিরে যায়নি। ছোটোন মামার বাসায়ও ফেরত যায়নি। গভীর রাতে সোজা চলে এসেছিল একটা সস্তার হোটেলে। ওখানে ছিল মাত্র ছয়দিন। কয়েকটা চাকরির ওয়েবসাইট ঘেঁটে দুইটা নামিদামি স্কুলে শিক্ষিকার চাকরির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিল। ফরিদপুরে কোচিংয়ে পড়ানোর অভিজ্ঞতা ওর আছে, তবে সেটা এসব নামি স্কুলে প্রযোজ্য হবে কি না, সেটা ভাবনার বিষয় ছিল। শাহানা মোটেও দমে যায়নি। একবার ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকলে ও ঠিকই চাকরি নিশ্চিত করে নিতে পারবে। কারণ বেশিরভাগ মানুষের মনের ঘরে প্রবেশ ক্ষমতা ওর আছে। ফলে যে কাউকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন কাজ নয়। ঠিকই ইন্টারভিউয়ের ডাক এলো। শাহানা ইন্টারভিউতে গিয়ে ঠিক সেভাবেই উত্তর দিল যে রকমটা প্রিন্সিপাল সাহেব আশা করছিলেন। আর শাহানার মতো সুন্দরী ব্যাক্তিত্বসম্পন্ন স্মার্ট মেয়েকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে কারোই তেমন আপত্তি হওয়ার কথাও না। এরপর একটা লেডিজ হোস্টেলে নিজের থাকার ব্যবস্থা করে নিল শাহানা।

মায়ার সাথে বিয়ের মাত্র মাসখানেক পরেই শাহানার ডাকে সাড়া দিতে হয়েছে লেখককে। শাহানা যে লেডিজ হোস্টেলে থাকত, সেখানে হঠাৎ পুলিশের তল্লাশি হয়েছিল। পুলিশ নাকি খবর পেয়েছে ওখানে লেডিজ হোস্টেলের নামে দেহ ব্যবসা হয়। অভিযোগ মোটেই সত্যি না। অথচ দুটো মেয়েকে ধরেও নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর বাকি সবাইকে হোস্টেল থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল।

শাহানা চাইলে ছোটোন মামার বাসায় চলে আসতে পারত কিংবা ইউসুফ খানের কাছে যেতে পারত কিন্তু শাহানা সাদাতকে ফোন করেছিল। ও জানে, একটা অসহায় মেয়েকে এমন বিপদে দেখে উপেক্ষা করার মতো সামান্য মানুষ সাদাত নয়। শাহানার অসহায় সাজার অভিনয় ধরতে পারেনি সাদাত। গাড়িতে করে তাকে এক আত্মীয়ের বাসায় নিয়ে রেখেছে। সেখানে যে কয়দিন থেকেছে সাদাত নিয়মিত খোঁজ নিয়েছে। খুঁজে খুঁজে একটা ছোটো পরিবারের সাথে সাবলেট থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ওই পরিবারের স্বামী স্ত্রী দুইজনই চাকরি করে, শাহানাও চাকরিজীবী। ফলে দুই পক্ষের বোঝাপড়া হলো সহজেই।

প্রথম যেদিন লেখকের শরীরের দখল পেল সেদিন যথেষ্ট পরিকল্পনা ছিল শাহানার। লেখক সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিল কিন্তু সেটা নিয়ে আলোচনার চেয়ে সমালোচনা হয়েছিল বেশি। অনেকের মতে বই বিক্রির সংখ্যা বিবেচনা করে এই পুরস্কার দেয়া হয়েছে, পুরোটাই ব্যবসায়িক কৌশল। আবার পরম ভক্তকূলের ধারণা লেখক ন্যায্য দাবিদার হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে আর যারা এটি নিয়ে সমালোচনা করছে তারা আসলে লেখকের শত্রু। এ নিয়ে ভয়ানক কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হলো সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেক নামি ব্যক্তি এই নিয়ে নানান মন্তব্য করল। পুরো বিষয়টা নিয়ে আনোয়ার সাদাত ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে পড়ল। ঠিক সেই সময় শাহানা মোক্ষম টোপ ফেলল। লেখকের পক্ষ নিয়ে ভয়ানক একটা স্ট্যাটাস লিখে সোশ্যাল মিডিয়ার এক সাহিত্য গ্রুপে ভাইরাল করে দিল। সে স্ট্যাটাসের পক্ষে বিপক্ষে কথার ঝড় উঠল।

স্বাভাবিকভাবেই শাহানার সাথে যোগাযোগ করল লেখক। শাহানা বলল তাকে বাসায় আসতে। লেখক মানসিকভাবে এতটাই টালমাটাল অবস্থায় ছিল যে শাহানার কাছে একটু আশ্রয় খুঁজছিল। তার লেখালিখির বিষয়ে ততদিনে একমাত্র শাহানার সাথে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে শুরু করেছে লেখক। সে যেন তার লেখার সব গোপন অর্থ বুঝতে পারে। শাহানার সাথে লেখা নিয়ে কোনো সমস্যার কথা জানালেই ও কেমন করে যেন সমাধান করে দিতে পারে। অতএব এই পরিস্থিতিতে শাহানার কাছে না আসার কারণ নেই। সেদিন লেখকের শরীর আর মন আটকে ফেলেছিল শাহানা। তারপর তার ইচ্ছেমতো লেখক ওর কাছে এসেছে, বারবার। শাহানা একটু একটু করে নিজের মধ্যে লেখকের প্রাণশক্তি ধারণ করে অমলিন হয়েছে। আয়নায়

দেখলে ও নিজের খুঁটিনাটি পরিবর্তন দেখতে পায়। শুধু ও নয়, আশেপাশের অনেকেই ওর সৌন্দর্যের ছটা লক্ষ করে। যে বাসায় সাবলেট থাকে, সে ভদ্রলোক নিজেই তো সুযোগ পেলে হাঁ করে শাহানাকে দেখে! তার স্ত্রী সবসময় স্বামীকে চোখে চোখে রাখে, ইনিয়ে-বিনিয়ে দুইবার শাহানাকে বলেছে সম্ভব হলে অন্য বাসায় চলে যেতে। তার বাবা-মা নাকি আসবে এই বাড়িতে থাকতে।

"এই শাহানা, এদিকে এস।" ঘরের ভেতর থেকে লেখকের ডাক শুনে ভাবনায় ছেদ পড়ল।

লেখকের ঘুম ভেঙেছে। ঘোরলাগা চোখে শাহানাকে দেখছে। শাহানার গায়ে প্রায় স্বচ্ছ রোব, ভেতরে লেসের অন্তর্বাস অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। ভেজা চুলে সমুদ্রের মতো ঢেউ। শরীরে পাগল করা বাঁক।

শাহানা ধীর পায়ে ভেতরে এসে লেখকের পাশে বসল। সাদাত শাহানার অদ্ভুত গাঢ় সবুজ চোখের মণির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী তুমি? আমার ধারণা তুমি কালা জাদু জানো। বারবার তোমার কাছে চলে আসি।"

শাহানা হাসল, ও জানে এই হাসিতে লেখক প্রলুব্ধ হবে। ইতোমধ্যেই লেখকের হৃদয় ওর ডান হাতের মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়েছে। চাইলেও সে শাহানাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না।

"তোমার প্রোগ্রাম কখন? রেডি হবে না?" শাহানা বলল।

"না, তোমার কাছে বসে থাকব।"

সাদাত এগিয়ে এসে শাহানার ঠোঁটে চুমু খেলো। শাহানা গভীর আবেগে লেখককে জড়িয়ে ধরে বলল, "আই গট ইউ।"

গাঢ় কণ্ঠে সাদাত বলল, "কী পারফিউম মেখেছো? ডুবে যাচ্ছি।" সাদাতের বামহাতে শাহানার কোমর পেঁচিয়ে ধরল।

শাহানা দুই পা ছড়িয়ে সাদাতের কোলে বসে খিলখিল করে হেসে বলল, "তোমার আর পুরস্কার পাওয়া হবে না। ওঠো এখন, দেরি হচ্ছে।"

"হোক। আই ডোন্ট কেয়ার। দে ক্যান ওয়েট।"

সাদাত আরও উন্মত্ত হতে চাইল কিন্তু ঠিক তখন ফোন বেজে উঠল, মায়া ফোন করেছে।

ফোনের স্ক্রিনে মায়ার নামটা ভেসে উঠতে দেখে সাদাত কেমন শক্ত হয়ে গেল। শাহানা ব্যাপারটা আগেও খেয়াল করেছে। সাদাতের দুই জীবন, শাহানার সাথে এক জীবন, আরেক জীবন তার স্ত্রী মায়ার সাথে। এই দুই

জীবনকে সে কখনোই এক হতে দিতে চায় না। সেটা শাহানাও চায় না। ওর সামনে কখনো মায়ার নামটাও উচ্চারিত হলে ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ে সাদাত। হয়তো নিজেকে একজন প্রতারক হিসেবে এখনো মেনে নিতে পারে না।

সাদাত এক মুহূর্তে শাহানাকে কোল থেকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। তারপর ফোন নিয়ে উঠে সরে গেল খাটের আরেকপাশে। শাহানা নির্বিকার ভঙ্গিতে পাশের সোফায় বসল।

"কী ব্যাপার মায়া? সব ঠিকঠাক?" ফিসফিস করে সাদাত বলল। অকারণেই শাহানার কাছ থেকে এই আড়াল করা। লেখকের জীবনে মায়ার অবস্থান নিয়ে শাহানার কোনো আপত্তি নেই। স্ত্রীকে ফেলে তার কাছে চলে আসতে ও কখনোই দাবি করেনি। বরং ধৈর্য ধরে ওদের সময় কাটাতে দিয়েছে।

"তোমার প্রোগ্রাম কখন? যাবে না ?" মায়ার কণ্ঠ কেমন ভারি ভারি।

"এইতো রেডি হচ্ছি।"

মায়া হঠাৎ শক্ত কণ্ঠে বলল, "তোমার সাথে ওই বেশ্যা মেয়েটা গেছে?"

সাদাত ভয়ানক চমকে উঠল। এক পলকে তার মুখ কেমন রক্তশূন্য হয়ে যায়, খেয়াল করল শাহানা। বুঝতে পারলো, কিছু একটা গড়বড় হয়েছে।

"আমি ঠিক বুঝলাম না, কী বলতে চাচ্ছ?"

"আমি কী বলতে চাচ্ছি, তুমি ভালোই বুঝতে পারছো। ওই মেয়েটা তোমার সাথে গেছে। যার সাথে তোমার বেশ অনেকদিনের রিলেশন।"

"মায়া... তুমি ভুল বুঝছো, তেমন কিছু না।" আমতা-আমতা করে বলল সাদাত। তার চেহারা হয়েছে চোরের মতো।

"প্লিজ চুপ করো তো। তোমার আদিখ্যেতা অসহ্য লাগছে। আমি নিশ্চিত না হয়ে তোমাকে কিছুই বলছি না। হয়তো ভুলে গেছো, আমি কার মেয়ে। এসব খবর বের করা আমার জন্য কোনো ব্যাপার না। তোমাকে এই নষ্টামির শাস্তি আমি দেব। শুধু তোমাকে না, ওই নষ্টা মেয়েকেও দেব।"

চিৎকার করে কথাগুলো বলে ফোনটা কেটে দিল মায়া। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে ফোন নিয়ে বোকার মতো বসে আছে সাদাত।

"কী হয়েছে?" শাহানা পেছন থেকে সাদাতের কাঁধে হাত রেখে জানতে চাইল।

"মায়া জেনে গেছে।"